২৪-০৮-১৮ প্রাত: মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - সঙ্গম যুগ হলো ব্রাহ্মণদের জন্য কল্যাণকারী, তাই সদা ঈশ্বরীয় নেশার ফুর্তিতে থেকো, কোনো বিষয়ের দুশ্চিন্তা করবে না

প্রশ্ন :- যার স্থিতি ভালো, তার নিদর্শন কেমন হবে ?

উত্তর :- সে কোনো বিষয়েই কাঁদবে না। ভেঙে পড়বে না, দুঃখ বা আফশোসও করবে না। প্রতিটা দৃশ্য সাক্ষী হয়ে দেখবে। কখনোই কেন বা কি -- এমন প্রশ্ন করবে না। কারোর নাম - রূপকে স্মরণ করবে না, এক বাবার স্মরণে হর্ষিতমুখ থাকবে।

গীত : - মাতা ও মাতা, তুমিই ভাগ্যবিধাতা ...

(মাতেশ্বরী জীর শরীর ত্যাগ করার পর ২৫-০৬-৬৫ এ এই মহাবাক্য বাপদাদা শুনিয়েছিলেন, অনুগ্রহ করে মন দিয়ে পড়ুন)

ওম্ শান্তি। মিষ্টি বাচ্চাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, বেহদের বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। যে সব নাম আর রূপের বাচ্চারা বাবার সেবায় আছে, তাদের কাছে এই জ্ঞান আর যোগ শুনতে হবে। তারাও এই কথাই শোনাবে যে, বাবাকেই স্মরণ করো কেননা অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সা তাঁর থেকেই পাওয়া যায়। মাম্মাও তো তাই শোনান, বাচ্চারাও তাই শোনায় যে শিববাবাকে স্মরণ করো। তোমরা বাচ্চারা এখানে শিববাবার স্মরণে বসেছো, তোমাদের কোনো দুশ্চিন্তা করতে হবে না কারণ তোমরা বেহদের বাবার থেকে এই অবিনাশী বর্সা নিচ্ছো। এখানে যদি কেউ শরীর ত্যাগ করে তাহলে আমরা বলবো যে, এও ভবিতব্য। আগের কল্পেও এই হয়েছিলো কারণ এই ড্রামার উপরেই তো চলতে হবে, যাতে কোনরকম দুশ্চিন্তা নেই। আজ মাম্মা চলে গেলো, কাল আর কেউ চলে যাবে, তাহলেও বাবাকে অবশ্যই মুরলী শোনাতে হবে। বাচ্চারা, বাবা তোমাদের নতুন নতুন পয়েন্টস শোনান, তার অর্থও বোঝান, আর তিনি সবাইকে এই কথাই বলেন যে, বাবাকে স্মরণ করো, কোনো নাম - রূপে আটকে যেও না। এ তো সমস্ত বাচ্চাদের জন্যই এই জ্ঞান। ভবিষ্যতে আরো সুন্দর সুন্দর ঘটনা দেখতে পাবে। এই সময় সবই হলো দুঃখের কথা, কিন্তু সেই দুঃখের কোনো দুশ্চিন্তা আমাদের নেই। দেখো এই ব্রহ্মা বাবা কোনো দুশ্চিন্তা করে না, কারণ, তিনি জানেন যে, আমাকে বাবাকেই স্মরণ করতে হবে, আমাকে বাবার থেকে অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সা নিতে হবে। বাবা বুঝিয়েছেন যে, রচনার থেকে কোনো আশীর্বাদী বর্সা পাওয়া যায় না। রচনা তার রচয়িতার থেকে আশীর্বাদী বর্সা পায় তাই যত রচনা আছে, সবাইকে রচয়িতাকেই স্মরণ করতে হবে। যা কিছুই হোক না কেন। মনে করো, এমনও বিঘ্ন এলো, তাতেও সংশয়ের কোনো কথা নেই কেননা এক শিববাবাকেই স্মরণ করতে হবে, এতেই বাচ্চাদের কল্যাণ। যদি ভালো সেবাকাজ করতে করতে কেউ চলেও যায়, তাহলে বুঝতে হবে, যেই যাক, তাকে গিয়ে অন্য কোথাও এই অভিনয় করতে হবে। কোনো না কোনো কল্যাণের কারণে এই সবকিছুই হয়, কেননা বাবা হলেন কল্যাণকারী আর এই সঙ্গমযুগ ব্রাহ্মণদের হলোই কল্যাণকারী। সমস্ত বিষয়েই কল্যাণ রয়েছে, এই কথা মনে করে ঈশ্বরীয় আনন্দে থাকতে হবে কেননা আমরা হলাম ঈশ্বরীয় সন্তান। আমরা ঈশ্বরের থেকে অবিনাশী বর্সা নিই,

এই বর্সা নিতে নিতে যদি কেউ চলেও যায়, তাহলে তার অন্য কোথাও পার্ট রয়েছে, অনেক বেশী কাজের প্রয়োজনে ।

অহো সৌভাগ্য । যা আমাদেরই পার্ট ছিল আগের কল্পের মতো বাবার সাহায্যকারী হওয়ার । সাহায্যকারী হতে হতে কোনো সাধারণও অনেকসময় মারা যায় । আমরা বুঝতে পারি, ড্রামা অনুসারেই এই সবকিছু হয়, কেউ মারা গেলে কি আর হবে । আমাদের, তাদের জন্য কিছুই করতে হবে না । আমাদের তো সবকিছুই গুপ্ত । বাস্তবে অবস্থা তাদেরই সুন্দর, যাদের চোখে কোনো জল আসে না । কখনো এমনও ভাববে না যে, মাম্মা শরীর ত্যাগ করেছে, এখন কি হবে । চোখে জল এলে ফেল করে যাবে, কেননা বাবা বসে আছেন, যিনি আমাদের সবাইকে আশীর্বাদী বর্সা দিচ্ছেন । তিনি তো অমরই, তাঁর জন্য কখনোই চোখে জল আসার কোনো দরকারও নেই । আমরা নিজেরাও খুশীর সঙ্গে শরীর ত্যাগ করার পুরুষার্থ করছি । মাম্মারও কোনো কাজের প্রয়োজনে যাওয়ার দরকার ছিলো, এও ড্রামা । কেউই নিজের অবস্থা অনুসারে যদি শরীর ত্যাগ করে তো তার কল্যাণ । খুব ভালো পরিবারে জন্ম নিয়ে সেখানেও নিজের খুশী দিতে পারবে । ছোটো - ছোটো বাচ্চারাও সবাইকে খুশী করে দেয় । সবাই তাদের অনেক গুনগান করে । তাই বাচ্চাদের এই ড্রামার উপর আর বাবার উপরই সবকিছু । প্রতি সেকেণ্ডে যা কিছুই হয় ---তাও ড্রামাতেই লিপিবদ্ধ, এ কথা মনে করে খুশীতে সদা হর্ষিত থাকা উচিত ।

আমাদের কোনো নাম - রূপে আকৃষ্ট হলে চলবে না । আমরা জানি যে, এই শরীর, একে তো যেতেই হবে । প্রত্যেকের পার্টই লিপিবদ্ধ আছে, আমরা যদি কাঁদি তাহলে তাদের পার্টের কি পরিবর্তন হবে, তাই বাচ্চাদের সম্পূর্ণ অশরীরী, শান্ত এবং হর্ষিতমুখ থাকতে হবে । অটল - অখণ্ড রাজ্য নিতে হলে এমন হতেই হবে । কোনো দুর্ঘটনা হয়ে গেলে বলবে, এ ড্রামার ভবিতব্য, আফশোষের কোনো কথা নেই । আগের কল্পেও এমন হয়ে থাকবে । দুর্ঘটনা তো হতেই হবে, চলতে চলতেও ভূমিকম্প হয়ে যায় । এমন নয় যে, তোমাদের মধ্যে কেউই মারা যাবে না, তা নয় । যে কেউই মারা যেতে পারে বা যে কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে তাই বাবা বোঝান যে বাচ্চারা, সবসময় বাবার স্মরণে ঈশ্বরীয় নেশার আনন্দে থাকো । এতে যে যেমন পার্ট পেয়েছো তাই অভিনয় করতে হবে, তাতে আমি কি করতে পারি । আমার গজ্ঞান এমনই - মায়ের মৃত্যুতেও হালুয়া খাবে অর্থাত্ জ্ঞান রত্নের দান করবে । মনে করো,বাবা বলছেন, এই বাবাও যদি চলে যান, তাহলেও তোমরা বাচ্চারা এই জ্ঞান পেয়েছো যে, আমাদের তো শিববাবার থেকেই অবিনাশী বর্সা নিতে হবে, এনার থেকে তো নেবো না । বাবা বলছেন, এই সব বাচ্চারা আমার থেকে আশীর্বাদী বর্সা নিয়ে অন্যদেরও পথ বলে দেয় । বাচ্চারা, তোমাদের অন্ধের লাঠি হতে হবে, বাবার পরিচয় দিতে হবে । প্রত্যেককে দয়া করতে হবে । তোমাদের পুরুষার্থ হলো এই যে, এই বেচারারা দুঃখী এদের সুখের রাস্তা বলতে হবে । এই দুনিয়ায় এক বাবা ছাড়া আর কেউই সুখের পথ বলে দিতে পারে না । উদ্ধারকর্তা, দুঃখহর্তা, সুখকর্তা একজনই, তাঁকেই স্মরণ করতে হবে ।

যাই হোক না কেন, এখানে দুঃখের কোনো কথা থাকা উচিত নয় । যদিও আমি জানি, তোমাদের মাম্মা খুব সেবা পরায়ণ, সব থেকে এক নম্বর, এমন গায়ন আছে । তাঁর হাতে সেতার দেখানো হয় । বরাবর জগদম্বা অর্থাত্ মাতেশ্বরী খুব ভালো বোঝাতেন । তিনিও বলতেন - শিববাবাকে স্মরণ করো । আমাকে স্মরণ করো না । "মনমনাভব আর মধ্যাজী ভব" এই দুই শব্দ বিখ্যাত । বাকি তো ডিটেলে ।

তাই যে কোনো পরিস্থিতিতে, কোনো সংশয় যদি আসে - এ কি হলো, কেন এমন হলো --- তাহলে এতে নিজেরই ক্ষতি করে দেবে । বাচ্চারা, তোমাদের কোনো পরিস্থিতিতেই দুঃখের অনুভূতি আসা উচিত নয় । রোগই হোক বা যাই হোক না কেন --- এ তো কর্মভোগ । বাবাকে জিজ্ঞেস করে - বাবা এ কি ? বাবা বলবেন, এ তোমাদের কর্মভোগ । যদি ড্রামাতে কোনো কথা প্রথমে বলে দেওয়ার না থাকে, আমি কি করে বলবো ? এই বাবাও সাক্ষী হয়ে দেখেন তাই বাচ্চাদেরও সাক্ষী হয়ে দেখতে হবে আর বাবার স্মরণে ঈশ্বরীয় নেশার আনন্দে থাকতে হবে যে আমরা ঈশ্বরের সন্তান, ঈশ্বরের পৌত্র আর পৌত্রী । আমরা ঈশ্বরের থেকেও অবিনাশী বর্সা নিচ্ছি । বরাবর আমরা জানি যে, মাম্মাও ঈশ্বরের আশীর্বাদী বর্সা নিতে নিতে শরীর ত্যাগ করেছিলেন । আমাদের প্রত্যেকেরই একমাত্র বাবা আর তাঁর আশীর্বাদী বর্সাকে স্মরণ করতে হবে । সবকিছুই এই পুরুষার্থের ওপর নির্ভর করে । এই বাচ্চারাও অনুভব করতে পারে যে আমরা যত পড়বো,ততই উঁচু পদ পাবো । বড় প্রিন্স হতে পারবো । সূর্যবংশীরাও প্রিন্স আর চন্দ্রবংশীরাও প্রিন্স আর প্রিন্সেস হয় । তাই বাচ্চাদের এই পড়া পড়তে হবে, যা কিছুই হোক না কেন, এই পড়া অবশ্যই পড়তে হবে । এমন থোড়াই হয় যে -- কারোর মা - বাবা মারা গেলো তাহলে বাচ্চারা পড়া ছেড়ে দেবে, তা নয় । তাই তোমাদেরও রোজ পড়া পড়তে হবে । তোমরা একদিনও পড়া ছাড়বে না, যে কোনো পরিস্থিতিতেই সার্ভিসও অবশ্যই করতে হবে । সমস্ত সময় যেন বুদ্ধিতে সেই এক বাবাই যেন স্মরণে থাকে । তোমাদের তিনিই পড়াচ্ছেন আর তাঁর থেকেই তোমাদের আশীর্বাদী বর্সা নিতে হবে । তিনিই আমাদের বুদ্ধির তালা খুলে দিয়েছেন । সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড, সুক্ষ্ম বতন, আর সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান আমাদের বুদ্ধিতে আছে । এই জ্ঞানেই আমরা চক্রবর্তী হই । ব্যস- ওই নেশায়, ওই আনন্দে থেকে সবাইকে এমন শোনাতে হবে কেননা তোমরা বাচ্চারা পাক্কা ব্রাহ্মণ হয়েছো , তোমাদের কোনো চিন্তা নেই । এতে কোনো দ্বিধার বা দুশ্চিন্তা করার কোনো কথা নেই । এমন সুন্দর অবস্থা হওয়া চাই ।

তোমরা বুঝতে পারো যে অন্তিমে বিজয় আমাদেরই হতে হবে, অনেক অনেক মানুষ এই আশীর্বাদী বর্সা নিতে আসবে । যাই হোক না কেন, তোমাদের সেবার বৃদ্ধি হতেই থাকবে, কেবল তোমাদের আচরণ দৈবী হওয়া চাই । তাতে কোনো আসুরী গুণ যেন না থাকে । কারোর সঙ্গে লড়াই - ঝগড়া করা, কড়া কথা বলা, বা মনে লোভ - লালসা, ক্রোধ যদি থাকে তাহলে অনেক বড় সাজা খেতে হবে তাই কাউকেই দুঃখ দেবে না । সকলকে সুখের রাস্তা বলে দিতে হবে । কোনো ছোটো বাচ্চা যদি চঞ্চলও হয় তবুও তোমরা তাকে থাপ্পড় মারবে না । তাকেও ভালো বেসে বোঝাতে হবে । ঘরেও অনেক যুক্তির সঙ্গে চলতে হবে । কেউ কেউ আছে যারা এখানে খুব ভালোভাবে বুঝতে পারে কিন্তু ঘরে গেলেই মায়া তাদের হয়রান করে । বাবা এ কথাও বোঝাতে থাকেন যে বাচ্চারা, ঝড় কিন্তু খুব জোরে আসতে থাকবে, দিনে দিনে নানা ঝড় আর বিঘ্ন আসতে থাকবে, তোমরা কিন্তু ঘাবড়ে যাবে না । বাবা বলেন যে আমাদের এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞে অনেক বিঘ্ন আসবে, কেননা এ হলো নতুন জ্ঞান । কেউ আবার জিজ্ঞেস করে, তুমি কি শাস্ত্র মানো ? বলো হ্যাঁ, মানি যে, এ হলো ভক্তিমার্গের শাস্ত্র । আর এ হলো জ্ঞান মার্গ । জ্ঞানেশ্বর বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো ব্যস, আমিও তোমাকে বলছি বাবাকে স্মরণ করো । করো বা না করো, সে তোমার মর্জি । এখন হলো নরক, রাবণ রাজ্য । এখন বাবা আর স্বর্গকে স্মরণ করো । তোমরা তো জন্ম - জন্মান্তর ধরে গঙ্গা স্নান করে এসেছো, তবুও দুনিয়া পতিত হয়ে গেছে । বাবা এখন বলছেন ব্যস, আমাকে স্মরণ করো । যারা এখানকার হবে, তাদের সংস্কারই নজরে আসবে, তারা চট্ করে বুঝতে পারবে ।

তোমরা এখন বেহদের বুদ্ধিমান । চালাককে বুদ্ধিমান বলা হয় । তাই তোমাদের সেই নেশায় থাকতে হবে । বাকি দুঃখের কোনো কথা নেই, এ আমরা জেনে গেছি যে, এ ড্রামা চলছে । তোমরা বলবে বাহ ! মাম্মা চলে গেলো ! ওই অভিনেতা দ্বিতীয় অভিনয় করতে গেছেন । এতে কান্নার বা দুঃখ পাওয়ার কোনো দরকার নেই । তিনি কোনো বড় সেবার জন্য গেছেন । তোমরাও দিনে দিনে আরো উঁচু হতে থাকবে । কেউ যদি এখানে শরীর ত্যাগ করে তাহলেও গিয়ে অনেক বড় সেবা করবে, তাই বাচ্চাদের কোনো ধরনের দুঃখ হওয়া উচিত নয় । শুধু মাম্মা কেন, সকলেই যাবে । আমাকেও বাবার কাছে যেতে হবে, আমারও বাবার কাছে কাজ আছে । সবার কাজ আছে বাবার সঙ্গে, মাম্মারও বাবার কাছে কাজ ছিলো । এখন তাঁর থেকে এই জ্ঞান পেয়ে, সেবা করে গিয়ে অন্য কোনো সার্ভিসের জন্য দ্বিতীয় অভিনয় করতে গেছেন । আমরা সাক্ষী হয়ে দেখি । এমন নয় যে মাম্মা চলে গেছেন, অমুকে চলে গেছেন, এ চলে গেছেন -----আরে, আত্মা সেবার কারণে গেছেন । শরীর তো সব ছাই হয়ে যাবে । তয় কখনোই বাচ্চাদের কোনো প্রকারের চিন্তা করা উচিত নয় । হ্যাঁ, এ কথা সত্য যে, বাবার এই স্টুডেন্ট যে ছিলো, এ বড় ভালো ছিলো । গায়ন আছে যে --- খুব ভালো বুঝতো । যদি কোনো প্রকারের সংশয় আসে তাহলে সব শেষ হয়ে যাবে, পদ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে যাবে, তাই বাবা বাচ্চাদের বোঝাতে থাকেন বাচ্চারা, কোনো প্রকারের দুশ্চিন্তা করো না । নির্দেশ যা পাচ্ছো তাকে অভ্যাসে আনতে থাকো । এমন ভেবো না যে, এ কি হয়ে গেলো ? তারাই দুশ্চিন্তা করবে যারা বাবাকে আর এই জ্ঞানকে ভুলে যাবে । তোমরা বাচ্চারা সকলেই নলেজফুল । যার যা পার্ট আছে, তাতে আমি কিই বা করতে পারি ?

আচ্ছা - রাত্রে তো সবাই স্মরণে বসেছিলে, ভালো কামাই হয়ে গেছে । বাবা এখানে এসে বাচ্চাদের দেখে, খুশী হন যে এই বাগান তৈরী হচ্ছে । এখন তোমরা ব্রাহ্মণ, এরপরে দেবী - দেবতাদের বাগান তৈরী হবে । এখন এখানে সবাই পুরুষার্থী । সকলেই চেষ্টা করছে ভালো ফুল হওয়ার । কাঁটাকে ফুল তৈরী করার শো করাবে । তোমাদের এখানে ধৈর্য সহকারে বসতে হবে । দেখো, বাবা তোমাদের কতো দৃঢ় ভাবে তৈরী করান । ব্রহ্মা বাবাকেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কেবল আমাকে স্মরণ করো । কেউ যদি কাঁদে তখন বাবা বলবে, যে কাঁদবে সে সব হারিয়ে ফেলবে । বাবা দেখেন যে কেউ তো শুকিয়ে যাওয়া ফুল হয় নি ? তা নয় । সকলেই মহাবীর । এমন এমন বিঘ্ন তো আসবেই । এ হলো ড্রামা, সবই ভবিতব্য । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি সিকিলধে বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) নিজেদের স্বভাব দৈবী বানাতে হবে । কখনো লড়াই - ঝগড়া করবে না, কটু কথা বলবে না, লোভ - লালসা করবে না । কাউকেই দুঃখ দেবে না । সবাইকেই সুখের রাস্তা বলে দিতে হবে ।

২) কোনো বিঘ্ন এলে সংশয় যেন না আসে, ড্রামার ভবিতব্য মনে করে ঈশ্বরীয় নেশার আনন্দে থাকতে হবে, কোনো রকম দুশ্চিন্তা করবে না ।

বরদান : - সদা ভরপুরতার অনুভবের দ্বারা বাঁকা পথকে সোজা করে শক্তি অবতার ভব

সদা শক্তি, গুণ, জ্ঞান এবং খুশীর সম্পদে যদি ভরপুর থাকো, তাহলে সেই ভরপুরতার নেশায় বাঁকা পথও সোজা হয়ে যাবে। যদি খালি হয়ে যাও তাহলে গর্ত তৈরী হবে আর সেই গর্তে পড়লে চোট আসবে। যে দুর্বল আর খালি হয়, তার সঙ্কল্পে চোট আসে। শক্তি অবতারের অর্থ হলো, যে বাঁকাকে সোজা করার কন্ট্রাক্ট নেয়। এমন কন্ট্রাক্ট যারা নেয়, তারা কখনোই বলে না যে রাস্তা বাঁকা। যদি কেউ পড়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে অ্যাটেনশন কম আছে বা বুদ্ধি ভরপুর নেই।

স্লোগান : - আত্মিক গুণ যে ধারণ করে, সে-ই রুহানী গোলাপ।